বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার সমাজউন্নয়ন কার্যক্রম

(Social Development Activities of International Organization in Bangladesh)

ইউনিট ৪

ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত, বঞ্চিত, অবহেলিত, যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা অনস্বীকার্য। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, শিশুঅধিকার রক্ষা, মানবাধিকার রক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষমতা কাঠামো নির্ধারণ, প্রবৃদ্ধি আনয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাসহ নানা বিষয়ে বিশ্বব্যাপী কাজ করে থাকে আন্তর্জাতিক সমাজউন্নয়ন সংস্থা। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সমাজউন্নয়ন সংস্থার ভূমিকা অসীম। ১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এ অঞ্চলে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা তাদের কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী যে ধ্বংসযোগ্য চালায়, সম্পদের ক্ষতিসাধন করে তা থেকে উত্তরণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এগিয়ে আসে। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের মানুষের পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্নরকম কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশের সমাজউন্নয়নে এসব আন্তর্জাতিক সংস্থার অবদান অপরিসীম।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮.১: আন্তর্জাতিক সংস্থার ধারণা
পাঠ-৮.২: সেভ দ্য চিলড্রেন'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ-৮.৩: সেভ দ্য চিলড্রেন'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ
পাঠ-৮.৪: ওয়াল্ড ভিশন'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ-৮.৫: ওয়াল্ড ভিশনে'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ
পাঠ-৮.৬: রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ-৮.৭: রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ
পাঠ-৮.৮: ইউনিসেফ'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ-৮.৯: ইউনিসেফ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ
পাঠ-৮.১০: ইউএনডিপি'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ-৮.১১: ইউএনডিপি'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

পাঠ-৮.১ আন্তর্জাতিক সংস্থার ধারণা (Concept of International Organization)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.১.১ আন্তর্জাতিক সংস্থার সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।

৮.১.২ বাংলাদেশের সমাজউন্নয়ন কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক সংস্থার বিবর্তন ও কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.২.১ আন্তর্জাতিক সংস্থার সংজ্ঞা

আন্তর্জাতিক সংস্থা বলতে সাধারণত এমন সংস্থাকে বোঝানো হয় যা দুইয়ের অধিক দেশে জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে কাজ করে, বিশ্বব্যাপী কাজের উপস্থিতি থাকে এবং কাজ করার পরিধি বিস্তৃত থাকে। আন্তর্জাতিক সংস্থা সাধারণত বৈশ্বিক ম্যানডেট নিয়ে গঠিত হয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত, দারিদ্র্যকবলিত, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনবার্সন কার্যক্রম জোরদার; শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বব্যাপী কাজ করে। সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক সংস্থার অবদান বিশ্বব্যাপী। বিশেষকরে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন স্বল্পোন্নত দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোতে সমাজউন্নয়নমূলক কাজে আন্তর্জাতিক সংস্থার অবদান অনস্বীকার্য। অধ্যাপক কুহন্সি রাইট (Quincy wright) এর মতে, কতগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সমাজের গঠন ও পরিচালনা ব্যবস্থাই হলো আন্তর্জাতিক সংস্থা। বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিপর্যয় প্রভৃতি থেকে মুক্ত করে শান্তিপূর্ণ ও ভারসাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল লক্ষ্য। আন্তজার্তিক সংস্থাকে সাধারণত দু ভাগে ভাগ করা যায়। **প্রথমত:** আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা যেগুলো আন্তর্জাতিক পরিসরে অলাভজনকভাবে পরিচালিত হয় যেমন– স্কাউট মুভমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ রেড ক্রস ইত্যাদি। **দ্বিতীয়ত:** আন্তঃসরকার সংস্থা (Intergovermental organization) যেগুলোকে অনেক সময় আন্তর্জাতিক সরকারি সংস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এসব সংস্থা মূলত বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়। যেমন– বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, জাতিসংঘ, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ইত্যাদি।

৮.১.২ বাংলাদেশের সমাজউন্নয়ন কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক সংস্থার বিবর্তন ও কার্যক্রম

বাংলাদেশের সমাজউন্নয়ন কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যক্রম বেশ পুরানো। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা পূর্ব পাকিস্তান অংশে কাজ করে আসছিলো। বাংলাদেশে তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্ড়ানে সংগঠিত উপরে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটেছিলো আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে। ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দল ঢাকায় আগমন করে বিভিন্ন অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও জরিপ পরিচালনা করে। এরই প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের সহায়তায় ১৯৫৪ সালে প্রথম ঢাকা প্রজেক্ট নামে পরীক্ষামূলক প্রজেক্ট চালু হয়। ১৯৫৫ সালে ঢাকার কায়েতটুলীতে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্ড়ান হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তা ছিলো বর্বরোচিত। বাংলাদেশ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্ড় রাষ্ট্রের পুনবার্সন ও উন্নয়নে অনেক আন্তার্জাতিক সংস্থা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– WHO, UNICEF, World Vision, Red Cross, Save the Children ইত্যাদি।

সারসংক্ষেপ

সাধারণত বিশ্বমানবের কল্যাণে স্বাধীন রাষ্ট্রের সম্বন্বয়ে গঠিত কোনো সংস্থাকে আন্তর্জাতিক সংস্থা বলা হয়। এসব সংস্থা বিশ্বব্যাপী দরিদ্র, অবহেলিত, বঞ্চিত ও দুর্যোগকলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করে থাকে। বাংলাদেশের সমাজউন্নয়নেও আন্তর্জাতিক সংস্থা কার্যকরভাবে অবদান রেখে চলেছে। WHO, UNICEF, World Vision, Red Cross, Save the Children সহ বিভিন্ন সংস্থা স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। কিভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হয়?

(ক) দুই সংস্থার সমন্বয়ে (খ) স্বাধীন রাষ্ট্রের সমন্বয়ে

(গ) দুই ব্যক্তির সমন্বয়ে (ঘ) একক ভাবে

২। কত সালে ঢাকা প্রজেক্ট চালু হয়?

(ক) ১৯৫২ সালে (খ) ১৯৫৪ সালে

(গ) ১৯৫৫ সালে (ঘ) ১৯৫৭ সালে

পাঠ-৮.২ সেভ দ্য চিলড্রেন'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম (Objectives and Programmes of Save the Children)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.২.১ সেভ দ্য চিলড্রেন'র উদ্দেশ্যসমূহ লিখতে পারবেন।

৮.২.২ সেভ দ্য চিলড্রেন'র এর কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.২.১ সেভ দ্য চিলড্রেন'র উদ্দেশ্য

একটি সুস্থ, নিরাপদ, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে শিশুদের বেড়ে ওঠা, সকল প্রকার দুর্যোগ থেকে শিশুদের রক্ষা করা এবং শিশুর সার্বিক উন্নয়নে বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯১৯ সাল থেকে সেভ দ্য চিলড্রেন কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে ১২০টির দেশে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। যুক্তরাজ্যে ১৯১৯ সালে সমাজসেবী ইগলেনটাইন জেব এবং তাঁর বোন সেভ দ্য চিলড্রেন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব এবং রাশিয়াবিপ্লবের পর ইউরোপে অর্থনৈতিক মন্দাভাব চলছিল। বিশ্বব্যাপী সেভ দ্যা চিলড্রেন আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সেভ দ্যা চিলড্রেন সংস্থা গড়ে উঠে। বর্তমানে সেভ দ্যা চিলড্রেন এলায়েন্স বা জোট হিসেবে শিশুকল্যাণে নিয়োজিত। বিশ্বব্যাপী সেভ দ্যা চিলড্রেন এলায়েন্স এর সদস্য প্রায় ৩০টি। বংলাদেশে এ সংস্থার মূল রূপকল্প হচ্ছে প্রত্যেক শিশু যাতে সম্মানিত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ এবং অধিকারের ব্যাপারে সচেষ্ট হয় তা নিশ্চিত করা। এ রূপকল্পকে সামনে রেখে সেভ দ্য চিলড্রেন নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করছে–

চিত্র ৮.২.১ : সেভ দ্য চিলড্রেন

ক. শিশুদের জন্য সর্বোচ্চ ইমপ্যাক্ট নিশ্চিত করনে প্রত্যেক সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা

খ. শিশুদের জন্য সুস্থ ও নিরাপদ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ তৈরি করা;

গ. আপৎকালীন সময়সহ অন্যান্য সময়েও উদ্ভাবনী জ্ঞান, এ্যাডভোকেসি এবং গুনগত কর্মসূচির মাধ্যমে অন্যান্য শিশু অধিকার রক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করা এবং নেতৃত্ব দেয়া; এবং

ঘ. শিশুরা যাতে তাদের অধিকার সচেতন হয় এবং সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে তা নিশ্চিত করা।

৮.২.২ সেভ দ্য চিলড্রেন'র এর কার্যক্রম

শিশুদের উন্নয়ন ও বিকাশে সহযোগিতার লক্ষ্য সামনে রেখেই ১৯৭০ সাল থেকে বাংলাদেশে সেভ দ্য চিলড্রেন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সাধারণত ছয়টি বিষয়ে তারা কার্যক্রম পরিচালনা করে। যথা: শিশু শুরক্ষা, শিশু দরিদ্রতা, স্বাস্থ্য,পুষ্টি এবং এইচআইভি/এইডস, শিক্ষা এবং শিশু অধিকার গর্ভনেন্স, এবং মানবতাবাদী কর্মকাণ্ড। প্রত্যেক বছর সেভ দ্যা চিলড্রেন ১৫ মিলিয়নের বেশি জনগণকে সেবা দিয়ে থাকে। ১০০ টি পার্টনার প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত হয়ে ৮০০ এর বেশি কাজ নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেভ দ্য চিলড্রেন। অক্টোবর ২০১১ সালে বাংলাদেশে কর্মরত সেভ দ্যা চিলড্রেন প্রতিষ্ঠানসমূহ একসাথে হয়ে সেভ দ্যা চিলড্রেন ইন্টারন্যাশন্যাল নামে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেভ দ্যা চিলড্রেন এর উলে- খযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো:

ক. শিশু দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি: বাংলাদেশের অনেক শিশুই দারিদ্র্যের কারণে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের বিকাশ ও বৃদ্ধি দারুনভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দারিদ্রপীড়িত পরিবারের শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সেভ দ্য চিলড্রেন তিনটি কৌশল ব্যবহার করে থাকে। প্রথমত: চাইল্ড সেনসেটিভ লাইভলিহুডস কৌশল যেখানে কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কর্মসূচি চালু আছে। এক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এ প্রতিষ্ঠান অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে শক্তিশালীভাবে অংশীদারিত্ব তৈরি করে। দ্বিতীয়ত: শক্তিশালী চাইল্ড সেনসেটিভ সোশ্যাল প্রোটেকশন। এ কৌশলের মাধ্যমে সেভ দ্যা চিলড্রেন বাংলাদেশ সরকার এর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে শক্ত অংশীদারিত্ব তৈরি করে কমিউনিটিভিত্তিক জীবিকা নির্বাহের উপায়গুলোতে শিশু আছে এমন দারিদ্রপীড়িত পরিবারকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ভিজিডি,

ভিজিএফ এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে মেয়েশিশুদের বৃত্তি এই কৌশলের অংশ। তৃতীয়ত: কিশোরদের উন্নয়নে শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া যার নাম এ্যাডোলেসেন্ট স্কিল ফর সাকসেসফুল ট্রানজিশন। যেসব কিশোর-কিশোরী অথবা শিশু বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন– কৃষি, ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম, গৃহকর্মী ইত্যাদি কর্মে নিয়োজিত তাদের ত্রিমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। যাতে করে নিজেরা স্বাবলম্বী হতে পারে।

খ. চাইল্ড প্রোটেকশন কর্মসূচি: এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুদের সকল প্রকার নির্যাতন, হয়রানি ও অপব্যবহার থেকে রক্ষা করা। বাংলাদেশে শিশুরা নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। শিশুরা বাল্যবিবাহ, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ, যৌন নির্যাতন, অপহরণ ও পাচারের শিকার হচ্ছে। এসব নির্যাতন, হয়রানি ও অপব্যবহার থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য সেভ দ্য চিলড্রেন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে একত্রিত হয়ে অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ দেয়, আইনী সহায়তা দেয়, পাচারের শিকার হলে যথাযথ ব্যবস্থার গ্রহণের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতা করে।

গ. শিক্ষামূলক কর্মসূচি: শিক্ষা শিশুর মৌলিক অধিকার। সেভ দ্য চিলড্রেন সকল শিশু যাতে মানসম্মত শিক্ষা লাভ করতে পারে সেজন্য কাজ করে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সাথে সেভ দ্য চিলড্রেন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে কাজ করে চলছে। দরিদ্র শিশুদের বৃত্তি প্রদান, লেখাপড়ার সামগ্রী প্রদান দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করা, মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেভ দ্য চিলড্রেন শিশুদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কাজ করছে।

ঘ. স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং এইচআইভি/এইডস: নবজাতক, শিশু, কিশোর, তরুণ এবং মাদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে কাজ করে সেভ দ্য চিলড্রেন। এক্ষেত্রে সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারকে মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যার সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দিতে সহায়তা করে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদফতরে নিয়োজিত কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়। যেসব এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো দুরূহ সেসব এলাকায় সেভ দ্য চিলড্রেন আপৎকালীন সাময়িক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য ভাসমান ক্লিনিকের ব্যবস্থা করে। যেমন– হাওড় অঞ্চল। এছাড়াও কমিউনিটিভিত্তিক যেসব স্বাস্থ্যসেবক আছে তাদের প্রশিক্ষণ দেয় এবং নবজাতক শিশুর লালনপালন ও গর্ভবর্তী মায়ের সেবা নিয়ে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়।

ঙ. মানবিক কর্মকাণ্ড: বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। সেভ দ্যা চিলড্রেন দুর্যোগকবলিত এলাকায় মানুষ ও প্রাণীর জীবনহানি হ্রাস, রোগের প্রাদুর্ভাব বন্ধ করা এবং দুর্যোগের ব্যাপারে সচেতন করার ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য দুর্যোগ কবিলত এলাকা ও উপকূল এলাকায় ক্যাপাসিটি ফিল্ডিং ও আশ্রয়স্থল নির্মাণে কাজ করে সেভ দ্যা চিলড্রেন। ত্রাণ ও পুনর্বাসনের পাশাপাশি দুর্যোগকবিলত এলাকায় শিশুস্বাস্থ্য রক্ষায় সেভ দ্য চিলড্রেন নানাভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

চ. পলিসি রাইটস গভর্নেন্স: সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশের নাগরিকসমাজ, সংসদ-সদস্য, তরুণসমাজ এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান (যেমন– জাতীয় মানবাধিকার কমিশন) এর সাথে শিশুদের অপব্যবহার বন্ধ। শিশুশ্রম দূরীভূত করার ক্ষেত্রে সেভ দ্যা চিলড্রেন তরুণ সমাবেশ, কিশোর কিশোরীদের সমাবেশ, বির্তকের আয়োজন ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

শিশুদের উন্নয়নে বিনিয়োগ ভবিষ্যত বিনির্মাণের শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। তাই শিশুর বিকাশ ও উন্নয়নে সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা, শিশুর অধিকার রক্ষা ও সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই সেভ দ্য চিলড্রেন কাজ করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য বাস্ড়বায়নে এ সংস্থা স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, এ্যাডভোকেসি, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, চাইল্ড প্রোটেকশনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ভবিষ্যত বিনির্মাণের শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ হলো–
(ক) রাস্তা-ঘাট নির্মাণে বিনিয়োগ (খ) শিশুদের উন্নয়নে বিনিয়োগ
(গ) কল কারখানায় বিনিয়োগ (ঘ) ব্যবসায় বিনিয়োগ

২। সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে কত সালে?
(ক) ১৯৭২ সালে (খ) ১৯৭৩ সালে
(গ) ১৯৭১ সালে (ঘ) ১৯৭৪ সালে

পাঠ-৮.৩ সেভ দ্য চিলড্রেন'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in the Programmes of Save the Children)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৩.১ সেভ দ্য চিলড্রেন'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৮.৩.১ সেভ দ্য চিলড্রেন'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

বিশ্বব্যাপী শিশুদের জন্য সুস্থ, নিরাপদ, সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে শিশুদের বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং নারীদের ক্ষমতায়নে কাজ করে যাচ্ছে সেভ দ্য চিলড্রেন। সংস্থাটি তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ১২০ টি দেশে নিরলসভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, এ্যাডভোকেসিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে সেভ দ্য চিলড্রেন। এসব কার্যক্রমের ধরন, পরিধি, বিস্তৃতি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি যথা ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি উন্নয়ন এবং সমষ্টি সংগঠনের তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ লক্ষণীয়।

দরিদ্র শিশুদের যথাযথ আত্মিক, মানসিক এবং শারীরিক উন্নয়নের জন্য সেভ দ্য চিলড্রেন, 'শিশু দারিদ্র্য' নামক কর্মসূচি পরিচালনা করে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্রপীড়িত শিশুদের উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং শিশুঅধিকার রক্ষা করা। এ কর্মসূচির আওতায় সংস্থাটি কমিউনিটিভিত্তিক প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করে। কমিউনিটিভিত্তিক সচেতন দল তৈরি করে, দলকে প্রশিক্ষণ দেয়, কর্মসংস্থানের উপকরণ সরবরাহ করে শিশুদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে জীবনমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এসব কার্যক্রমে সমষ্টি উন্নয়ন এবং দল সমাজকর্ম প্রয়োগ লক্ষণীয়। শিশুদের সকল প্রকার নির্যাতন, অপব্যবহার, হয়রানি, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে রক্ষার জন্য সেভ দ্য চিলড্রেন কাজ করে। নির্যাতিত শিশুদের পাশে দাঁড়িয়ে আইনগত সহায়তার পাশাপাশি আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং কাউন্সিলিংসেবা দিয়ে থাকে । বিশেষত অপহরণ বা পাচারের শিকার শিশুদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সংস্থাটি কার্যকর ভূমিকা পালন কওে থাকে। সুতরাং বলা যায়, ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালার আলোকে মূল্যবোধ রক্ষা, ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা স্বীকৃতি, শিশুকল্যাণ ও ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

এছাড়াও সেভ দ্য চিলড্রেন'র এর কার্যক্রমে সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শিশু ও মহিলাদের শিক্ষা, পুষ্টি, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো যায়। সাধারণত অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহে সমষ্টির মানুষের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রসহ সার্বিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নিরাপত্তা ও যথাযথ কর্মসংস্থানের অভাবে অনেকসময় নারীরা সমাজের মূলস্রোত থেকে হারিয়ে যায়। সেভ দ্য চিলড্রেন শিশুদের পাশাপাশি নারীদের উন্নয়নে বেশ কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরিকল্পিত দল গঠন, উৎপাদনমুখী কাজে উৎসাহী করা এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা করার মাধ্যমে সেভ দ্য চিলড্রেন দল সমাজকর্মের নীতিমালাকে প্রয়োগ করে।

সারসংক্ষেপ

সেভ দ্য চিলড্রেন'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য রয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু সুরক্ষা সংগঠন, মানবিক কার্যক্রমসহ বেশ কিছু কার্যক্রমে সমাজকর্মের ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়?

ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম খ) দল সমাজকর্ম

গ) সমষ্টি উন্নয়ন ঘ) সমষ্টি সংগঠন

২। শিশুদের প্রতি ইতিবাচক মনোভার তৈরিতে সেভ দ্য চিলড্রেন কী করে?

ক) কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করে খ) আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে

গ) জীবনমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করে ঘ) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে

পাঠ-৮.৪ ওয়ার্ল্ড ভিশন'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম (Objectives and Programmes of World Vision)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৪.১ ওয়ার্ল্ড ভিশন'র উদ্দেশ্যসমূহ লিখতে পারবেন।

৮.৪.২ ওয়াল্ড ভিশন'র কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৪.১ ওয়ার্ল্ড ভিশন'র উদ্দেশ্য

ওয়ার্ল্ড ভিশন একটি খ্রীষ্টান মানবতাবাদী সংস্থা যা বিশ্বের বঞ্চিত, অরক্ষিত শিশু তার পরিবার এবং সমষ্টির কল্যাণে নিবেদিত। ধর্ম, বর্ণ ও জেন্ডারের উর্ধ্বে উঠে মানুষের কল্যাণ সাধনই এর প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯৫০ সালে ডা. বব পিয়ারস (Dr. Bob Pierce) ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ছয়টি মহাদেশের ১০০ টির বেশি দেশে ওয়ার্ল্ড ভিশন এখন কাজ করছে। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশে কর্মকাণ্ড শুরু করে ১৯৭০ সালে। ১৯৭১ সালে আন্তর্জাতিক ওয়ার্ল্ড ভিশনের উদ্যোগে ভারতের ওয়ার্ল্ড ভিশনের সহায়তায় স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণে আগত বাংলাদেশী উদ্বাস্তু ক্যাম্পে এ সংস্থা ত্রাণকার্য পরিচালনা করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে সংস্থাটি দেশের বৃহৎ এলাকার উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে জড়িত। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের ভালো জীবন গঠণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এ সংস্থার কার্যক্রম চলছে। বিশ্বব্যাপী ওয়ার্ল্ড ভিশনের রূপকল্প হলো– প্রত্যেকটা শিশু তার জীবনে পূর্ণতা পাক, আমাদের প্রত্যেকের প্রার্থনা শিশুরা যেন তা করতে পারে। ওয়ার্ল্ড ভিশনের ছয়টি core value আছে। সেগুলো হলো– ক. আমরা খ্রিষ্টান, খ. আমরা দরিদ্রের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, গ. আমরা মানুষের মর্যাদা দেই, ঘ. আমরা সবাই সেবক, ঙ. আমরা একে অপরের সংগী এবং চ. আমরা জরুরি অবস্থার প্রতি/আপদকালীন সময়ের প্রতি ক্রিয়াশীল। সর্বোপরি ওয়াল্ড ভিশন বাংলাদেশ'র কৌশলগত উদ্দেশ্য হলো:

চিত্র ৮.৪.১ : ওয়ার্ল্ড ভিশন

ক. নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের এবং পুষ্টিমানের উন্নয়ন;
খ. মানসম্মত শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;
গ. শিশুরা যাতে নিরাপদ এবং আদরে থাকে তা নিশ্চিত করা; এবং
ঘ. কমিউনিটি প্রানোচ্ছলতা/ স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করা।

৮.৪.২ ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশর কার্যক্রম

১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় হয়। ঘূর্ণিঝড়-আক্রান্ত মানুষকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সহযোগিতার জন্য ওয়াল্ড ভিশন বাংলাদেশ এ দেশে কার্যক্রম শুরু করে। এরপর ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত নির্যাতনে যেসব বাংলাদেশি ভারতে রিফিউজি হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ তাদের জন্য ত্রাণ ও পুণর্বাসনে সহায়তা করে। ওয়ার্ল্ড ভিশন বর্তমানে ৩১ টি জেলায় তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ভিশনের কার্যক্রমগুলোকে ৫টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হলো:

১। শিশু নিরাপত্তাবেষ্টনী প্রকল্প: নারী, পুরুষ ও শিশু পাচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অন্যতম উৎস এবং ট্রানজিষ্ট রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দরিদ্রতা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নারীদের অসম্মান সচেতনতার অভাব আইনের যথাযথ অপ্রয়োগের অভাবকে পাচারের পেছনে দায়ী করা হয়। শিশুদের যে কোনো ধরনের নাজুকতা, অপব্যবহার ও পাচার রোধে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ শিশু নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্প চালু করেছে। এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো পাচার প্রতিরোধ, পাচার হওয়া ও শিশুদের উদ্ধার করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। বাংলাদেশের ৯টি জেলার ২৫ টি উপজেলায় এ প্রকল্প পরিচালিত হয়। এ প্রকল্পের মূল কর্মসূচি হলো তিনটি বিষয়ভিত্তিকযা নিম্নরূপ:

এক) প্রতিরোধ: মানব পাচার প্রতিরোধ প্রশিক্ষণ, সচেতনতা সৃষ্টি, শিশু বান্তব পরিবেশ তৈরি, স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা।

দুই) প্রতিকার: যারা ইতোমধ্যেই ট্রাজিক ভিকটিম হয়েছে তাদের উদ্ধারের জন্যর স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন, সহযোগিতা, ওয়ার্কশপ, মিটিং এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করা।

তিন) পুনর্বাসন: ট্রাজিক ভিকটিম শিশুদের সমাজের মূল স্রোতে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য কাউন্সিলিং, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা আইনগত সহায়তা দেয়া।

২। ডাইরেক্ট পুষ্টি হস্তক্ষেপমূলক প্রকল্প : ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ জাতিসংঘের শিশু তহবিলের সাথে যৌথভাবে শিশুদের পুষ্টিসম্মত খাবার যোগানে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১২ সালের নভেম্বর থেকে ডাইরেক্ট পুষ্টি হস্তক্ষেপমূলক প্রকল্প চালু হয়। এ প্রকল্পের আওতায় শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভবতি মহিলাদের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার সরবরাহে কাজ করে থাকে।

৩। নতুন জীবনের আশা প্রকল্প : ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ শিশুশ্রম দূর করে শিশুদের যথাযথ বিকাশ ও উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করার জন্য নতুন জীবনের আশা প্রকল্প পরিচালনা করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুদের পুনরায় স্কুলে ভর্তি করানো, শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, কমিউনিটিভিত্তিক শিশুনিরাপত্তা ও প্রটেকশন চালু করতে কাজ করছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩৩১০১৩ জন শিশুকে সেবা দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ১২,৮৯৩ জন প্রাথমিক স্কুল থেকে ঝরে পড়েছিলো। নীলফামারী, কিশোরগঞ্জ এবং রংপুরে এ কর্মসূচির বিস্তৃতি রয়েছে।

৪। নরকলি প্রকল্প : ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের এবং গর্ভবর্তী মহিলাদের অপুষ্টি দূরীকরণে প্রকল্প পরিচালনা করে। নীলফামারী, দিনাপজুর, রংপুর, জয়পুরহাট, নওগাঁ, শেরপুর এবং ময়মনসিংহ) ৭ টি জেলার ১৮টি উপজেলায় এ প্রকল্প চালু রয়েছে। কোরিয়া আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ও আজিনেএমাষ্ট জাপানের সাথে যৌথভাবে এ প্রকল্প চালু রয়েছে। এর আওতায় স্বাস্থ্য খাতের বর্তমান কাঠামোর ক্যাপাসিটি শক্তিশালীকরণ, তত্ত্বাবধান বৃদ্ধি, গর্ভবতী মহিলা সমর্থন দল গঠন, পুষ্টিকর খাদ্যে সরবরাহ এবং কমিউনিটিভিত্তিক ওয়াশ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৫। নবযাত্রা প্রকল্প : ইউএসএআইডি এর সাথে যৌথভাবে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ পাঁচবছর মেয়াদি খাদ্য সহায়তা প্রকল্প (নবযাত্রা প্রকল্প) চালু করেছে। খাদ্য অনিরাপত্তা দূরীকরণ এবং খাদ্যসংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় এ প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রকল্প ছয়টি উপাদানের ভিত্তিতে কাজ করে। উপাদানগুলো হচ্ছে– এক) মাতৃত্বকালীন শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি, দুই) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ, তিন) স্যানিটেশন এবং হাইজিন, চার) মার্কেটভিত্তিক কৃষিপণ্য উৎপাদন, পাঁচ) আয় বৃদ্ধি এবং ছয়) লিঙ্গসমতা এবং কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রম।

সারসংক্ষেপ

ওয়ার্ল্ড ভিশন সমাজকল্যাণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নানামুখী কর্মকাণ্ডে ব্যপৃত রয়েছে। ছয়টি কোর ভেল্যুর মাধ্যমে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন; অবহেলিত ও বঞ্চিত শিশুদের মানসম্মত শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিশুরা যাতে নিরাপদ এবং আদরে থাকে তা নিশ্চিত করতেই কাজ করে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। এজন্য চালু রয়েছে শিশু সুরক্ষামূলক, শিক্ষামূলক, স্বাস্থ্য পরিচর্যামূলক, নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি। এসব কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো প্রত্যেকটা শিশুকে একটি সুস্থ ও নিরাপদ পারিবারিক ও সামাজিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ওয়ার্ল্ড ভিশন এর প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

(ক) ড. বব পিয়ারস (খ) ড. বব দিয়ানি

(গ) রানী ওয়াজডা (ঘ) ড. থেরেসা পেরেসা

২। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের বর্তমানে কতটি জেলায় কার্যক্রম চালাচ্ছে?

(ক) ৩৫ টি (খ) ৩০ টি

(গ) ৩১ টি (ঘ) ২৯ টি

পাঠ-৮.৫ ওয়ার্ল্ড ভিশন'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in the Programmes of World Vision)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৫.১ ওয়ার্ল্ড ভিশন'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৫.১ ওয়ার্ল্ড ভিশন'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

বিশ্বব্যাপী যেসকল প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত অরক্ষিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করছে ওয়ার্ল্ড ভিশন তার মধ্যে অন্যতম। ১৯৭০ সাল থেকে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের নারী ও শিশুদের সার্বিক কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ'র কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে সমাজকর্মের উদ্দেশ্যের মিল রয়েছে। সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, পাচার হওয়া শিশু পুনরুদ্ধার, পাচারকৃত শিশুকে পুনরুদ্ধার করে যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। ওয়ার্ল্ড ভিশন শিশু পাচাররোধে প্রশিক্ষণ দান, গণসচেতনা সৃষ্টি স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ দল গড়ে তোলে। যেসব শিশু ও নারী ইতোমধ্যেই পাচারের শিকার হয়েছে তাদের উদ্ধার করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে পাচারের শিকার শিশুদের মূলস্রোতধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য কাউন্সিলিং প্রদান উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং শিশুদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে যা সমাজকর্মের নীতিমালার বাস্তবিক প্রয়োগ। একই সাথে পাচার ও বাল্যবিবাহ নিরোধে দলভিত্তিক কার্যক্রমে দল সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির অন্যতম লক্ষ্য হলো সমষ্টির অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়নে সমষ্টিকে উৎসাহিত করা। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ শিশুদের যথার্থ উৎসাহিত করে। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ শিশুদের যথাথ বিকাশ ও বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে এবং কমিউনিটিভিত্তিক শিশু নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সহায়তা করে ও কমিউনিটিতে সচেতনতা তৈরি করে। সুতরাং বলা যায় ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ'র কার্যক্রমে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ রয়েছে। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ'র শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচন, সুস্থ উন্নয়ন, সংশোধন ও সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে দেশকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের অন্যান্য পদ্ধতির ন্যায় ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ অনস্বীকার্য। ওয়ার্ল্ড ভিশন'র উপরিউক্ত কার্যক্রমে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। সমষ্টির জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দুর্যোগে নারী ও শিশুকে নিরাপদে রাখা, শিশুদের শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা, শিশুদের উন্নয়ন এবং নারীদের কল্যাণে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

ব্যক্তির উন্নয়নের পাশাপাশি দলীয় আন্তসম্পর্ক ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠনমূলক কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ শিশুদের উন্নয়নে শিশু সুরক্ষামূলক, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত প্রকল্প, পাচার রোধে প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। এসব কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। ওয়ার্ল্ড ভিশন কোন শিশুদের জন্য কাউন্সিলিং ও উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে কে?
- ক) প্রাথমিক শিক্ষার ভর্তিকৃত শিশু
- খ) ঝরে পড়া শিশু
- গ) পাচারের শিকার শিশু
- ঘ) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভূর্তীকৃত শিশু

২। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে?
- ক) সমাজকর্মের উদ্দেশ্যের
- খ) ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের
- গ) সমষ্টি উন্নয়নের
- ঘ) সমষ্টি সংগঠনের

পাঠ-৮.৬ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইট'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম (Objectives and Programmes of Bangladesh Red Crecent Society)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৬.১ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইট'র উদ্দেশ্যসমূহ লিখতে পারবেন।
৮.৬.২ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইট'র কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৬.১ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইট'র উদ্দেশ্য

রেডক্রিসেন্ট হলো আন্তর্জাতিক রেডক্রস অনুমোদিত মুসলিম বিশ্বে ত্রাণ ও মানবিক সাহায্য পরিচালণাকারী একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। বিশ্বমানবতার সেবায় নিয়োজিত রেডক্রসের ইতিহাসের মধ্যে রেডক্রিসেন্টের উৎস নিহিত। সরকারের সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী মানবিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি দুস্থ, পীড়িত, অসহায় ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মূলত মুসলিম বিশ্বে ত্রাণ পুনর্বাসন ও মানবিক সাহায্য পরিচালনায় নিয়োজিত রেড ক্রিসেন্ট আন্তর্জাতিক রেডক্রসের ইতিহাসের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। ১৮৫৯ সালের ২৪মে জুন সুইস তরুণ জীন হ্যানরী ডুন্যান্ট (Jean Henri Dunant) ইতালীর সলফ্যারিনো নামক গ্রামে ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে আহত সৈনিকদের আর্তনাদ দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। সোলফারিনো যুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়ে তিনি ১৮৬২ সালে 'অ্যা মেমোরি অফ সোলফারিনো' (A Memory of Solferino) নামক বইয়ে যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং আহত সৈনিকদের দুর্দশা তুলে ধরেন।একই সাথে যুদ্ধাহত মানবতার সেবায় একটি সংস্থা গঠনের আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সালের ২৬ অক্টোবর ১৬টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জেনেভা সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত আন্তর্জাতিক রেডক্রস গঠিত হয়। এই মতবাদ রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট কর্মী ও সদস্যদের সহায়তায় মানবীয় কাজের ক্ষেত্র ও পরিধি নির্দিষ্ট করে দেয়। পাশাপাশি এই কার্যক্রমের আদর্শ ও মানবীয় মূল্যবোধ প্রচারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দেয় এই মতবাদ। মূলনীতি গুলো হলো– মানবতা, সমদর্শিতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাসেবা, একতা এবং সর্বজনীনতা। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির লক্ষ্য ও উদ্দেশগুলো নিম্নরূপ:

চিত্র ৮.৬.১ : রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

ক) মূলনীতিমালা অনুযায়ী মানবতার শক্তিতে যে কোনো অসুস্থতা বা দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের দুঃসময়ে পাশে থাকা এবং তাদের উন্নয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান করা;
খ) মূলনীতিমালার আলোকে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিকে একটি শক্তিশালী ও কর্মদক্ষ জাতীয় প্রকল্পে উন্নীত করা;
গ) সকল জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপন ও তা বজায় রাখা; এবং
ঘ) দুঃস্থ মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া।

৮.৬.২ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইট'র কার্যক্রম

বিট্রিশ ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি এ্যাক্ট, ১৯২০ এর অধীনে এ অঞ্চলে রেডক্রস সোসাইটি গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটি গঠিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটির আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সংস্থাটিকে কাজের অনুমতি দেয় এবং ৪ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি গঠিত হয়। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি ত্রাণ ও পুনর্বাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণসহ বহুবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশের দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের কল্যাণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। নিম্নে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইট'র কার্যক্রম তুলে ধরা হলো:

১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি

বাংলাদেশ রেডসিক্রেন্ট সোসাইটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির আওতায় ৭ টি প্রকল্প পরিচালনা করে। যথা–

ক. জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন প্রকল্পঃ পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার এলাকার মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, এলাকাভিত্তিক দ্রুত সর্তক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, আবহাওয়াজনিত দুর্যোগের ফলাফল এবং বিপর্যয়ের করণীয় বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি চারটি জেলায় ৮ টি সম্ভাব্য দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে কাজ করছে। প্রকল্পটির অধীনে ইতিমধ্যেই ৫৫,১৮০ জন মানুষ উপকার ভোগ করছে।

খ. সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসঃ বন্যা, ঘুর্ণিঝড় ও জলাবদ্ধতায় আক্রান্ত চারটি জেলা জামালপুর, ভোলা, সাতক্ষীরা ও যশোরের ১০ টি দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মানুষদের দুর্যোগ বিপর্যয় হ্রাস করার জন্য এ প্রকল্প কাজ করছে। এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মানুষ, স্থানীয় প্রশাসন জেলা প্রশাসন, সিভিল সার্জন, জেলার মৎস বিভাগ, যুব উন্নয়ন বিভাগের মধ্যে অংশীদারিত্ব তৈরি করা এবং স্থানীয়ভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন গঠন করা। যেমন– সিডিএমসি (প্রতিটি কমিউনিটিতে ১৬জন সদস্য– ৯৪জন পুরুষ ও ৬৬জন নারী) এবং সিডিআরটি (প্রতিটি কমিউনিটতে ২৫জন সদস্য- ১১৭জন পুরুষ ও ১০৩জন নারী) এর মধ্যে এলাকাভিত্তিক সংস্থাপন করা হয় যা এলাকাবাসীদের মাঝে প্রকল্পটিকে আপন করে নেয় এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশ্রগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে।

গ. সমাজভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সমষ্টিভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্পটি দুর্যোগ মোকাবিলা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন এবং বিবিধ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্বাচিত এলাকায় স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০১৭ সালের মধ্যে ১৬টি দুঃস্থ অঞ্চলের ৪০,০০০ এর বেশি মানুষের দুর্যোগ মোকাবিলার শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবনযাপন ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করছে। এ প্রকল্পের আওতায় শর্তবিহীন অনুদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা সৃষ্টি এবং অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ও কিশোরদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

ঘ. ঝুঁকি হ্রাসঃ এ প্রকল্পের আওতায় ৫০টি প্রকল্প স্কুলের মাঝে ২০টি প্রধান এবং ৩০টি সাধারণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং প্রোগ্রামের মাধ্যমে মোট ২০,০০০ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও এলাকাবাসী প্রত্যক্ষভাবে এবং আরো ৬০,০০০জন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও এলাকাবাসী পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে।

ঙ. বিপদাপন্নতা থেকে সক্ষমতা প্রকল্পঃ সবচেয়ে নাজুক জনগণের সামাজিক চাহিদা ও নিরাপত্তার দায়িত্বে প্রতিনিয়িত ভালনারেবিলিটি টু রেজিলিয়েন্স প্রকল্প 'ভিটুআর'। মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঝুঁকির সম্মুখীন নারী, শিশু বৃদ্ধ, পঙ্গুরা এই বিশেষসেবা লাভ করে।

চ. দুর্যোগ সাড়া দলঃ সময়মতো সেবার জন্য যাতায়াত পথ পরিষ্কার রাখা, জীবন, সম্পত্তি ইত্যাদি রক্ষার জন্য আগেই ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস প্রদান, মানুষদের নিরাপদ আশ্রয় সরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি কাজ করা হয় এ প্রকল্পে।

২। স্বাস্থ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি গ্রামীণ জনগণের পরিচালনাকে প্রাধান্য দিয়ে গ্রাম ও শহরভিত্তিক স্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি চিকিৎসা প্রদান স্বাস্থ্য কর্মসূচির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। মা ও শিশুস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সংক্রামক ব্যাধির নিরাময়ে গুরুত্ব দেয়া হয়। ঢাকা শহরের অবস্থিত ৫১৫ শয্যাবিশিষ্ট হলি ফ্যামিলি রেডক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ দেশের ৫ টি হাসপাতাল, ৫টি মাতৃসদন, ৬০ টি গ্রামীণ মাতৃসদন কেন্দ্র, ২ টি চক্ষু ক্লিনিক, ৩টি বহিঃবিভাগ, ১টি মেডিকেল কলেজ ও ১টি নার্সিং কলেজর মাধ্যমে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি জনস্বাস্থ্য সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

৩। পারিবারিক যোগাযোগ পুনঃস্থাপন

যুদ্ধ, সংঘাত, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দেশভাগের ফলাফল হিসেবে মানুষ ঘরছাড়া হয়, স্বজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং কখনো হয়তো দেশ ছাড়াও হতে হয়। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইট'র ট্রেসিং সার্ভিসের মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবারের মানুষদের একত্রিত করে দুশ্চিন্তা কমানো এবং পরিবার থেকে নিখোঁজ সদস্যদের খুঁজে বের করা। হারিয়ে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের একত্রিত করার ক্ষেত্রেও কাজ করে থাকে।

৪। যুব ও স্বেচ্ছাসেবক কর্মসূচি

দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বজুড়ে তরুণ ও স্বেচ্ছাসেবীদের সেবা দেওয়ার উৎসাহ আগ্রহকে মূল্যায়ন করেছে রেড ক্রিসেন্ট। বাংলাদেশে ১৯৭৬ সালে জে আরসি (জুনিয়র রেড ক্রস) তাদের কার্যক্রম শুরু করে এবং ১৯৮০ সালে রেড ক্রিসেন্ট ইরুধ গঠিত হয়। বর্তমানে এটি ৬৮টি ইউনিটে প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিট ও স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে।

৫। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

১৯৯৭ সালের সূচনার পর থেকেই প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে বিডিআরসি এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে। প্রশিক্ষণের মূল সেগুলো হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, কমিউনিটিভিত্তিক ফাস্ট এইড, জরুরী উদ্ধারকাজ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ সম্ভাবনা হ্রাস ইত্যাদি।

সারসংক্ষেপ

রেডক্রিসেন্ট বাংলাদেশ সম্মিলিত ও সংগঠিত সশ্রস্ত্র অত্যাচারে নিপীড়িত মানুষদের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করে। বিভিন্ন প্রশাসন শিক্ষাকেন্দ্র, আইনরক্ষাকারী সংস্থা, সশস্ত্র বাহিনীর নামে আন্তর্জাতিক মানবিকতা আইন সম্পর্কে জানানোর ও তা প্রণয়নে সহযোগিতা করে। মানবতা, সমদর্শিতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাসেবা, একতা ও সর্বজনীনতা মূলনীতিকে সামনে রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য কর্মসূচি, পারিবারিক যোগাযোগ পুনঃস্থাপন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচি পরিচালনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। নিচের কোনটি রেডক্রিসেন্ট এর মূলনীতি নয়?

ক) একতা খ) সর্বজনীনতা

গ) স্বেচ্ছাসেবা ঘ) জবাবদিহিতা

২। নিচের কোনটি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্দেশ্য নয়?

ক) অসুস্থতা ও দুর্যোগ আক্রান্তের পাশে দাড়াঁনো

খ) সোসাইটিকে কর্মদক্ষ জাতীয় প্রকল্পে উন্নীত করা

গ) দুঃস্থদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে ক্ষমতায়ন করা

ঘ) সকল জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপন করা

পাঠ-৮.৭ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in the Programmes of Bangladesh Red Crecent Society)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৭.১ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইট'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৭.১ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

মানবতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাসেবা, একতা ও সর্বজনীনতা মূলনীতিকে আশ্রয় করে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি দুঃস্থ, পীড়িত, অসহায়, ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন জনগণের অবস্থার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি দুর্যোগগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি। এ সংস্থার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। যেমন– জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন প্রকল্প, সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, সামজভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প, বিপদাপন্নতা থেকে সক্ষমতা প্রকল্প অন্যতম। এসকল প্রকল্পে আবহাওয়া পরিবর্তনশীল এলাকার মানুষের দুর্যোগ সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, এলাকাভিত্তিক দ্রুত সর্তক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সমাজভিত্তিক দুর্যোগ হ্রাস কৌশলের অংশ হিসেবে এলাকাবাসীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য সমাজভিত্তিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে শর্তহীনভাবে প্রশিক্ষণ দান করা হয়। এসব প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য দুর্যোগ কবলিত অসহায় মানুষের উন্নয়ন সাধন, তার সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার। এসব কর্মসূচিতে দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ অনস্বীকার্য। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতির ভিত্তিতে সমাজকর্ম বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে এমনভাবে সহায়তা করে যাতে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি নিজেই নিজের সমস্যার সমাধান করতে পারে। মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত গ্রাম ও শহর অঞ্চলে স্বাস্থ্য কর্মসূচি চালু আছে। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ লক্ষণীয়।

অন্যদিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য সরবরাহ স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি উন্নয়ন ও সংগঠনের পাশাপাশি সামাজিক কার্যক্রম বিশেষ জরুরি। সম্মিলিত প্রচেষ্টা, অংশগ্রহণ ও স্বাবলম্বন নীতির উপর ভিত্তি করে জনগণকে সংগঠিত করে আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ থেকে ক্ষতিকর প্রথা ও সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব। ছোট ছোট দলীয় অভিজ্ঞতা ও সমষ্টির অংশগ্রহণ পারে একটি দেশ ও জাতিকে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে।

উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমাজকর্মের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সারসংক্ষেপ

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি অত্যন্ত কার্যকরভাবে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজউন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। সোসাইটি বিভিন্ন কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। অসহায়, দুঃস্থ, অবহেলিত ও দুর্যোগকবলিত ব্যক্তির ক্ষমতার পুনরুদ্ধার করে আত্মনির্ভরশীল ও ব্যক্তির আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসূ করে তুলেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। মনো-সামাজিক অনুধ্যান সমাজকর্মের কোন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়?
ক) দল সমাজকর্মে খ) সমষ্টি উন্নয়নে
গ) সমষ্টি সংগঠনে ঘ) ব্যক্তি সমাজকর্মে

২। দেশ ও জাতিকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে–
ক) নীতিমালা ও পরিকল্পনা খ) দলীয় অভিজ্ঞতা ও জনসমষ্টির অংশগ্রহণ
গ) কর্মসূচি ও কার্যক্রম ঘ) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন

পাঠ-৮.৮ ইউনিসেফ'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম (Objectives and Programmes of UNICEF)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৮.১ ইউনিসেফ'র উদ্দেশ্যসমূহ বলতে পারবেন।
৮.৮.২ ইউনিসেফ'র কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৮.১ ইউনিসেফ'র উদ্দেশ্য

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের বিশ্ব কর্ণধার। এই শিশুদের উপযোগী করে বিশ্বকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকার, সমষ্টি ও পরিবারকে সাহায্যে করার লক্ষেই ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর United Nation International Childrens Energency Fund (UNICEF) প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের যে সব বিশেষায়িত সংস্থা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে শিশুকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, সেসব সংস্থার মধ্যে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (United Nations International Children's Emergency Fund-UNICEF) অন্যতম। কার্যত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন যুদ্ধাক্রান্ত দেশের শিশুদের জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য, বস্ত্র এবং ঔষধ সরবরাহের জন্য UNICEF প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫২ সালের দিকে বিশ্বের অনুন্নত, স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টিসহ সার্বিক কল্যাণে দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা দানের লক্ষ্যে emergency কথাটি বাদ দিয়ে UN Children's Fund (জাতিসংঘ শিশু তহবিল) রাখা হয়। মূল নামে পরিবর্তন আনা হলেও সংক্ষিপ্ত নামটি অপরিবর্তিত থাকে। বর্তমানে ১৯০টিরও বেশি দেশে ইউনিসেফ কাজ করছে। যুদ্ধত্তোর পৃথিবীতে শিশুদেরকে জরুরি সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত হলেও এর কার্যক্রম অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। ফলে পরবর্তীতে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। ইউনিসেফ'র উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

চিত্র ৮.৮.১ : ইউনিসেফ

ক) ইউনিসেফ'র অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হলো শিশু অধিকার রক্ষা, এ্যাডভোকেসি করা, শিশুদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সাহায্যে করা এবং শিশুরা যাতে তাদের সক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ করতে পারে সেজন্য সুযোগ নিশ্চিত করা;
খ) শিশু অধিকার কনভেনশন দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শিশু অধিকার রক্ষায় শিশুদের প্রতি আচরণের আন্তার্জাতিক মানদণ্ড তৈরি করা;
গ) ইউনিসেফ জোর দিয়ে বিশ্বাস করে যে, শিশুদের সুরক্ষা ও উন্নয়নই মানুষের উন্নতির সর্বজনীন অবিচ্ছেদ্য ব্যবস্থা;
ঘ) অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশুদের জন্য প্রথম কল নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক এবং বস্তুগত সম্পদ মোবালাইজ করা এবং শিশু ও তার পরিবারকে যথাযথ সেবা দেওয়ার জন্য সক্ষমতা তৈরি ও উন্নয়নে সাহায্যে করা;
ঙ) সকল যুদ্ধ, দুর্যোগ, চরম দারিদ্র্যের শিকার, সহিংসতা ও শোষণের শিকার এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
চ) শিশু ও নারীদের তাদের নিজ নিজ সম্প্রাদায়ের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা;
ছ. শিশুদের রোগ ও মৃত্যু প্রতিরোধ করা; এবং
চ) সকল প্রকার বৈষম্য যা শিশুর উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা দূরীভূত করা।

৮.৮.২ ইউনিসেফ'র কার্যক্রম

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পর থেকেই ইউনিসেফ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশে ইউনিসেফ'র কার্যক্রম বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ ইউনিসেফ'র কার্যক্রমের প্রধান ক্ষেত্রগুলো হলো শিশু শিক্ষা, মেয়ে শিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন, গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা

নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি, পানি এবং পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি। নিচে কার্যক্রমগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

১। শিক্ষামূলক কার্যক্রম: শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে–

ক) প্রাক-শিক্ষণ: চার থেকে ছয় বছর বয়সি সুবিধাবঞ্চিত ও দুর্যোগকবলিত শিশুদের জন্য প্রাক-শিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ইউনিসেফ প্রাক শিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। ২০০৬ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকারের নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম, নগরবস্ড়ি এবং অন্যান্য অবহেলিত এলাকায় এ কর্মসূচি চালু আছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১.১ মিলিয়ন শিশুকে এ কর্মসূচির আওতায় শিক্ষাদান করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে মূলত শিক্ষার্থীদের ভাষাগত, সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

খ) প্রাথমিক শিক্ষা: প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি কার্যকর করার লক্ষ্যে ইউনিসেফ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (DPED-II) গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সমষ্টিভিত্তিক প্রণোদনা, স্থানীয় লোকজন ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন ইস্যূ নিয়ে ইউনিসেফ কাজ করছে।

গ) স্কুলের বাইরে শিশুদের জন্য শিক্ষা: বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণে অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে চান না। অনেক পিতামাতা সন্তানদের অল্প বয়সে বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়েজিত করেন। এজন্য ইউনিসেফ এসব কাজে নিয়োজিত শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। বিশেষ করে যেসব এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বল্পতা আছে সেসব এলাকায় এ প্রোগ্রামের কার্যকারিতা বেশি।

ঘ) কিশোরদের জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা: বাংলাদেশে কিশোররা বিভিন্নভাবে বঞ্চিত ও সামাজিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এর মূল কারণ দারিদ্র্য মাদকাসক্ত, সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিসেস, শারিরীক ও যৌন নির্যাতন, পাচার, অব্যবহার এবং বৈষম্য। এসব কিশোরদের জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষার ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করার জন্য ইউনিসেফ এ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বিশটি জেলার ২.৫ মিলিয়ন কিশোরকে সেবা দানের লক্ষ্যে এ প্রকল্প চলছে।

২। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম

বাংলাদেশের নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, শিশু মৃত্যুহার হ্রাস ও মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়নে নিম্নোক্ত কার্যক্রসমূহ পরিচালিত হচ্ছে তা হলো–

ক) মাতৃত্বকালীন ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা: মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইউনিসেফ হাসাতালগুলোর সেবা বৃদ্ধি, নতুন সরঞ্জাম সরবরাহ কর্মী প্রশিক্ষণ সচেতনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ হাসপাতালগুলোর সাথে স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবকদের যোগাযোগ স্থাপন এবং মায়েদের ক্ষমতায়নে ইউনিসেফ কাজ করে।

খ) শিশু সুরক্ষা: শিশুদের সকল প্রকার অসুস্থতা ও দুর্ঘটনা থেকে সুরক্ষার জন্য ইউনিসেফ সদাতৎপর। এজন্য ইউনিসেফ সারা বাংলাদেশে শিশুদের বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধমূলক টিকাদান কর্মসূচিতে সহায়তা করে। ২০০৪ সালে যেখানে ৭৭ শতাংশ শিশু মৌলিক টিকা বাবস্থার আওতায় ছিলো। এখন তা বেড়ে ৯২ শতাংশ হয়েছে। নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া, পোলিও ইত্যাদি রোগের টিকাদান কর্মসূচিতে সরকারের সাথে কাজ করছে ইউনিসেফ।

গ. শিশু পুষ্টি: শিশুদেরকে অপুষ্টির হাত থেকে বাচাঁনোর জন্য সারা বাংলাদেশে Vitamin A খাওয়ানোর ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। এ্যানোমিয়া প্রতিরোধ এবং শিশুদের ব্রেস্টফিডিং এর ব্যাপারে মায়েদের সচেতন করে ইউনিসেফ। এছাড়াও HIV/AIDS প্রতিরোধ ও এ সম্পর্কে সচেতন করে ইউনিসেফ।

৩। পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন কর্মসূচি: শিশুস্বাস্থ্যসহ সার্বিক জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন অপরিহার্য। ইউনিসেফ এক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় কমিউনিটি ও অন্যান্য অংশীদারের সাথে নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে ইউসিফে এক্ষেত্রেও বিভিন্নমুখি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এছাড়াও বিভিন্ন সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রকল্প ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৪। নগর এলাকায় মৌলিক সেবা: নগরের বস্ড়ি অঞ্চল হলো নগর দারিদ্র্যের বসতি। যেখানে মৌলিক সেবার অনুপস্থিতি আছে। বস্তিবাসীদের মৌলিক সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে ইউনিসেফ সহযোগী অন্যান্য সংস্থাকে অনুদান দিয়ে থাকে।

৫। কমিউনিটি এ্যাভোকেসি ও অংশীদারিত্ব: জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারী ও শিশু অধিকার রক্ষায় জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে ইউনিসেফ। এক্ষেত্রে তারা শিশু অধিকার নিয়ে সংবাদ ও নাটক প্রচার স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে ইউনিসেফ শিশু অধিকার রক্ষা, শিশুদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, শিশুদের প্রতি আচরণের আন্তার্জাতিক মানদণ্ড তৈরি করা, সহিংসতা ও শোষণের শিকার এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অত্যন্ত কার্যকরভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিশুদের সুরক্ষা ও উন্নয়নই মানুষের উন্নতির সর্বজনীন অবিচ্ছেদ্য ব্যবস্থা বিবেচনা করে শিশুদের জন্য শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং কমিউনিটিভিত্তিক এ্যাডভোকেসি সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে ইউনিসেফ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ইউনিসেফ'র প্রাক-শিক্ষণ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্যদল কারা?

(ক) ৩-৪ বছরের শিশু (খ) ৫-৭ বছরের শিশু

(গ) ৪-৬ বচরের শিশু (ঘ) ৬-৮ বছরের শিশু

২। ইউনিসেফ বর্তমানে কয়টি দেশে কার্যক্রম চালাচ্ছে?

(ক) ১৮৯টি (খ) ১৯২টি

(গ) ১৯১টি (ঘ) ১৯০টি

পাঠ-৮.৯ ইউনিসেফ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in the Programme of UNICEF)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৯.১ ইউনিসেফ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৯.১ ইউনিসেফ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

শিশুদের সক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে বিশ্বব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে ইউনিসেফ। দুর্যোগকবলিত, সুবিধাবঞ্চিত, অসুবিধাগ্রস্ত, যুদ্ধকবলিত, প্রতিবন্ধী ও সহিংসতার শিকার শিশুদের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে ইউনিসেফ। ইউনিসেফ শিশুদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপদ পানি সরবরাহ, শিশু অধিকারের জন্য এ্যাডভোকেসিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। ইউনিসেফ'র বিভিন্ন কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

২০০৬ সাল থেকে ইউনিসেফ বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় পার্বত্য চট্রগ্রাম, নগর বস্তি এবং অন্যান্য অবহেলিত এলাকায় প্রাক-শিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। শিশুদের অশিক্ষার মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে ভাষাগত, সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয় ইউনিসেফ যা সমাজকর্মের ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির মূল দর্শনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

দারিদ্র্যের কারণে বাংলাদেশের অনেক শিশু স্কুল থেকে ঝরে পরে। আবার অনেক সময় বাবা-মা দারিদ্র্যের কারণে ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চান না এবং অনেক দরিদ্র পিতামাতা তাদের সন্তানদের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করেন। ইউনিসেফ বাংলাদেশ এসব ঝরে পড়া শ্রমজীবী শিশুদের বাস্তবমুখী ও জীবনমুখী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এসব কার্যক্রমে অভিভাবকদের সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি কমিউনিটিভিত্তিক সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যা সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতিরও অন্যতম কার্যক্রম।

নগরের বস্তি অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচন, মৌলিক সেবার উপস্থিতি বৃদ্ধি, মাদকাসক্ততা নির্মূল করা এবং সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিসেফ কাজ করে। এ কার্যক্রমে অনেকটাই সমাজকর্মের সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া কমিউনিটি এ্যাডভোকেসি এবং অংশীদারিত্ব কমিউনিটি উন্নয়নের অন্যতম উপাদান বলে মনে করা হয়। ইউনিসেফ ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী গঠনমূলক তৎপরতাকে উৎসাহিত করে থাকে। তাই বলা যায় ইউনিসেফ'র বিভিন্ন কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

সারসংক্ষেপ

ইউনিসেফ'র বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন– শিশু সুরক্ষা, শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, জীবনমুখী শিক্ষা, কিশোরদের জীবন দক্ষতামুলক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম, পানি এবং স্যানিটেশনসেবা ইত্যাদিতে ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সমষ্টি উন্নয়নের অন্যতম উপাদান কোনটি?

ক) শিশু সুরক্ষা খ) স্বাস্থ্য সচেতনতা

গ) জীবনমুখী শিক্ষা ঘ) কমিউনিটি অংশীদারিত্ব

২। ইউনিসেফ পার্বত্য অঞ্চলে প্রাক-শিক্ষণ কার্যক্রম চালু কওে কত সালে?

ক) ২০০৫ সালে খ) ২০০৮ সালে

গ) ২০০৬ সালে ঘ) ২০১০ সালে

পাঠ-৮.১০ ইউএনডিপি'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম (Objectives and Programmes of UNDP)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.১০.১ ইউএনডিপি'র উদ্দেশ্যসমূহ লিখতে পারবেন।

৮.১০.২ ইউএনডিপি'র কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.১০.১ ইউএনডিপি'র উদ্দেশ্য

বিশ্বব্যাপী জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন করে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউএনডিপি বিভিন্ন দেশকে নীতির উন্নয়ন, নেতৃত্বের দক্ষতা, প্রাতিষ্ঠানিক, সক্ষমতা রিজিলেন্স তৈরি করতে কাজ করছে। বিশ্বের ১৭০ টি দেশে ইউএনডিপি তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিভিন্ন দেশকে সহযোগিতা করছে ইউএনডিপি। টেকসই উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের সামর্থ গড়ে তোলাই ইউএনডিপি'র মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও ইউএনডিপি উন্নয়নশীল দেশের কার্যকর উপদেশ, নির্দেশনা প্রদান, প্রশিক্ষণ এবং অনুদান সহায়তা দিয়ে থাকে। ইউএনডিপি'র উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

ক) ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করা;

খ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক সুযোগে সহায়তা করা বিশেষত নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;

গ) কাঠামোগত অসাম্য দূর করে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক নীতি ও কর্মসূচির উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;

ঘ) স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন এবং পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা করা; এবং

ঙ) মানবাধিকার সংরক্ষণ করা এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

চিত্র ৮.১০.১ : ইউএনডিপি

৮.১০.২ ইউএনডিপি'র কার্যক্রম

১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশের আর্থ-সাামজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ইউএনডিপি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জলবায়ু পবির্তনের হুমকি মোকাবিলা, পরিবেশের উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ইত্যাদি নানা বিষয়ে অত্যন্ত কার্যকর ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইউএনডিপি'র কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ:

১। দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প

ক) উৎপাদনমুখী নতুন সুযোগে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি : ইউএনডিপি অতি দরিদ্র নারীদের দারিদ্র্য দূর করার জন্য 'স্বপ্ন' নামে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রমের আওতায় অতি দরিদ্র নারীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ, চাকুরি ও বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপনে নারীদের সহায়তা করে থাকে। যাতে করে নারীদের সামাজিক এবং অথনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ে।

খ) টেকসই ও অন্তর্ভক্তিমূলক পরিকল্পনায় সহায়তা : সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে আরো কার্যকরভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এ প্রকল্প নীতি ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করে। এর মূল ফোকাস হলো অন্তর্ভুক্তি, দরিদ্র বান্ধব অর্থনীতি, টেকসই উন্নয়ন এবং সমতায় ভবিষ্যত নির্ধারণ।

গ) জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা দূরীকরণ প্রজেক্ট : এর আওতায় ইউএনডিপি মানবাধিকার রক্ষা এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা দূরীকরণে অন্যান্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং সরকারের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

২। সুশাসন ও গণতান্ত্রিক শাসন উন্নয়ন প্রকল্প

ক) পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি স্তর-দুই : বাংলাদেশে মানুষের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করা এবং সেবামূলক পুলিশ ব্যবস্থা গঠনে ইউএনডিপি কাজ করে যাচ্ছে।

খ) উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ শাসন প্রকল্প : ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদকে কার্যকর করার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য ইউএনডিপি বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

গ) এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্প : এই সেবার মাধ্যমে সরকারি সেবা জনগণের দৌড়গড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ইউএনডিপি বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

ঘ) গ্রাম আদালত : দরিদ্র ও গ্রামীণ মানুষের সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং বিচার ব্যবস্থায় মানুষের প্রবেশাধিকার দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য কাজ করছে ইউএনডিপি।

৩। সংকট প্রতিরোধ এবং পুনরুদ্ধার : দুর্যোগকবিলত মানুষের সংকট প্রতিরোধ এবং তাদের দক্ষতা পুনরুদ্ধার কাজ করছে ইউএনডিপি। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সংকটাপূর্ণ সময়ে যাতে করে দরিদ্র জনগোষ্ঠি ত্রান পায় এবং দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মাঝে জটিলতা কমানো যায়। এছাড়া ইউএনডিপি পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন সংস্থায় সাথে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও সংকট নিরসনে কাজ করছে।

৪। পরিবেশ ও শক্তি : দরিদ্ররা স্বভাবতই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে ও বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের অভাবে বিভিন্ন রোগব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়। সেকারণে ইউএনডিপি উন্নয়নশীল দেশগুলোর পরিবেশগত উন্নয়নে কাজ করে। পরিবেশসম্মত ইটভাটা ও ইট তৈরি, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবাহরে উৎসাহিত করার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সাথে কাজ করে। এছাড়া বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যকর পায়খানা নির্মাণ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নেও সহযোগিতা করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

ইউএনডিপি ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশের জনগণের সাথে অংশীদারিত্বেরভিত্তিতে দারিদ্র্য দূরীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কাজ করে যাচ্ছে। এসব কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচন, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। কত সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কথা বলা হয়েছে?

(ক) ২০৩০ সাল (খ) ২০২৫ সাল

(গ) ২০২০ সাল (ঘ) ২০২১ সাল

২। কত সালে ইউএনডিপি বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করেছিল?

(ক) ১৯৭২ সালে (খ) ১৯৭৩ সালে

(গ) ১৯৭২ সালে (ঘ) ১৯৭৪ সালে

পাঠ-৮.১১ ইউএনডিপি'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in the Programme of UNDP)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.১১.১ ইউএনডিপি'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.১১.১ ইউএনডিপি'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

ইউএনডিপির বিভিন্ন কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। দারিদ্র্য বিমোচন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জলবায়ু পবির্তনের হুমকি মোকাবিলা, পরিবেশের উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ইত্যাদি নানা বিষয়ে অত্যন্ত কার্যকরভাবে কাজ করে যাচ্ছে ইউএনডিপি। ইউএনডিপি'র বিভিন্ন কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্দতির লক্ষণীয়। যেমন– অতি দরিদ্র নারীদের দারিদ্র্য দূর করার জন্য স্বপ্ন নামে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রমের আওতায় অতি দরিদ্র নারীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান, চাকুরি ও বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করা হয়। এর মাধ্যমে নারীদের সামাজিক এবং অথনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ে। এ কার্যক্রমে ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালার ব্যবহার লক্ষণীয়। সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হলো ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে নিজেকেই নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলা। ইউএনডিপি ব্যক্তি পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করে আরো কার্যকরভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে নীতি ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করে। এর মূল ফোকাস হলো অন্তর্ভুক্তি। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা দূরীকরণে ইউএনডিপি সচেতনতামূলক কর্মসুচি গ্রহণ করে থাকে। সচেতনতামূলক কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন আলোচনাসভা ও সেমিনার আয়োজনের পাশাপাশি দলীয় আলোচনা, গবেষণায় আর্থিক সহযোগিতা করে থাকে। অর্থ্যাৎ ইউএনডিপির কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ অনস্বীকার্য। সমষ্টি উন্নয়নের জন্য দরকার সমষ্টিভিত্তিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি। ইউএনডিপি তার পরিবেশ ও শক্তি কর্মসূচির অধীনে উন্নয়নশীল দেশগুলোর পরিবেশগত উন্নয়নে কাজ করে। কারণ মনে করা হয় দরিদ্ররা স্বভাবতই অস্বস্থিকর পরিবেশ ও বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের অভাবে বিভিন্ন রোগব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়। সেকারণে ইউএনডিপি পরিবেশসম্মত ইটভাটা ও ইট তৈরি, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বৈদ্যতিক বাতি ব্যবহার এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সাথে কাজ করে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যকর পায়খানা নির্মাণ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নেও সহযোগিতা করে সংস্থাটি। এসব কর্মসূচিতে সমাজকর্মের নীতিমালা ও মূল্যবোধের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আন্তর্জাতিক সংস্থা বলতে বোঝায়–

i) যে সংস্থা দুইয়ের অধিক জেলায় কাজ করে
ii) যে সংস্থার বৈশ্বিক ম্যান্ডেট থাকে
iii) যে সংস্থার দুইয়ের অধিক দেশে সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে

নিচের কোনটা সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর রূপকল্প হলো-

i) প্রত্যেকটা শিশু তার জীবনে পূর্ণতা পাক
ii) আমাদের প্রত্যেকের প্রার্থনা শিশুরা যেন তা করতে পারে
iii) প্রত্যেকটা শিশু তার জীবনে চাকুরি পাক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। শিশুদেরকে অপুষ্টি ও এ্যানোমিয়া প্রতিরোধে ইউনিসেফ'র কোন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে–

i) Vitamin A প্রকল্প

ii) ব্রেস্ট ফিডিং

iii) মায়েদের সচেতনতা বৃদ্ধি প্রকল্প

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i,ii ও iii

৪। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের নরকলি প্রকল্প যে সংগঠনের যৌথ বাস্তবায়নে পরিচালিত হচ্ছে-

i) কোরিয়া আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা

ii) ইউএসআইডি

iii) জাইকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৫-৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

সাফির বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখতে পায় এখানে সংস্থাটির মূলনীতিগুলোকে কয়েকটা শব্দের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। সংস্থাটি দুস্থ, পীড়িত, অসহায় ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৫। উদ্দীপকে ইঙ্গিত করা সংস্থাটির প্রতিষ্ঠার সাল হিসেবে সমর্থন যোগ্য কোনটি?

ক) ১৮০৫ সাল খ) ১৯০৫ সাল

গ) ১৮৬৩ সাল ঘ) ১৯১৯ সাল

৬। উক্ত সংস্থার কয়টি মূলনীতি রয়েছে?

ক) ৪ টি খ) ৫টি

গ) ৬ টি ঘ) ৭টি

৭। উদ্দীপকে ইঙ্গিত করা সংস্থাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক) সরকারের সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী মানবিক প্রতিষ্ঠান

খ) দেশীয় সাহায্য সংস্থা

গ) অলাভজনক সংস্থা

ঘ) নিরাপত্তামূলক সংস্থা

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনাব শাহীন ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রীদের শিশু অধিকার বিষয়ে পাঠদান করছেন। আজকের শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ - একথা উল্লেখ করে তিনি শিশুদের সঠিক লালনপালন, বৃদ্ধি ও বিকাশের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও তিনি শিশুর অধিকার রক্ষায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করে যাচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে সেসব প্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের উদাহরণ দেন।

ক) UNICEF কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

খ) সেভ দ্য চিলড্রেন এর উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত শিশু অধিকার রক্ষায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) শিশুকল্যাণে সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়- উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ : ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬ : ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭ : ১। ঘ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৯ : ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১০ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১১ : ১। ক ২। ক
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৮ : ১। গ ২। ক ৩। ঘ ৪। গ ৫। গ ৬। ঘ ৭। ক